একক সংগ্রামী নায়ক শাম্ব

ইমানুল হক

ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।

শাম্ব। কালকূট। পৃ. ৬০

আমি একটি ব্যক্তির কথাই বলতে চেয়েছি, যিনি অতি দুঃসময়েও বিশ্বাস হারান না,
যিনি দৈহিক ও মানসিক কষ্টের ভিতর দিয়েও, নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করেন।

লিখছেন 'কালকূট'। ১ বৈশাখ ১৩৮৫-তে।

পয়লা বৈশাখ বাঙালির কাছে এক নতুন সঙ্কল্প ঘোষণার দিন। পয়লা জানুয়ারিতে উদ্বেল, উদ্বেলিত, মথিত ও মত্ত হওযার মত উন্মাদের পাঠক্রমে যাঁরা আস্থাহীন, তাঁদের কাছে পয়লা বৈশাখ নিরন্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়াসে দীক্ষিত হবার দিন।

'কালকূট' নামের সূচনা ১৯৫২-তে একটি রাজনৈতিক লেখার প্রয়োজনে।

অভিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সমরেশ বসু পার্টি সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন, 'বিবর', 'প্রজাপতি', 'পাতক' -এর মত উপন্যাস লিখে কমিউনিস্ট পার্টির বিরক্তির উদ্রেক করেছিলেন, 'লেখকের দ্বিতীয় মৃত্যু' নামে পার্টি দৈনিকের প্রথম পাতায় লেখা ছাপা হয়েছিল তাঁর নামে। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শের এক খণ্ডিত অংশ যেন ভিতরে ভিতরে কাজ করত তাঁর অন্তর্লীন বিবেকী সত্তায়।

পুরাণ প্রতিমায় তাঁর প্রবল আস্থা আছে এ বলা যাবে না। কিন্তু পুরাণ-কে ইতিহাস বলে উপস্থাপনেও পরাঙ্মুখ নয়। তাঁর নায়ক-কে, তাঁর বর্ণিত প্রাণ-প্রতিমা দিতে।

কণিউনিস্ট তত্ত্বজ্ঞ জানেন, পুরাণ আর ইতিহাস সমার্থক নয়।

'পুরাণ' শুধু 'পুরানো' নয়...

আর ইতিহাস মানে 'ইতি-হ-আস' অর্থাৎ আগে যা ছিল নয়, একজন মার্কসবাদীর কাছে ইতিহাস মানে হচ্ছে 'চিন্তার ইতিহাস'। মূক জনগণের ইতিহাস।

কালকূট 'শাম্ব' উপন্যাসে কমিউনিস্ট ধারণার সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে যান। কৃষ্ণ তার কাছে ঐতিহাসিক পুরুষ। কৃষ্ণ-পুত্র শাম্ব-ও তাই।

শুধু তাইনয় কৃষ্ণের জন্মকালও তিনি নিরূপণ করে দেন। মায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল তাঁর মতে, এক হাজার চারশো ষোলো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ। কৃষ্ণের জন্ম ১৪৫৮ খ্রি. পূ.।

কৃষ্ণের জন্মসন এবং কুরক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল নিয়ে তিনি তাঁর খটকার কথাও জানাচ্ছেন। শ্রীমদ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মত ও - জানাচ্ছেন তিনি। কুরক্ষেত্র যুদ্ধকাল, হরিদাস বাবুর মতে ৩১০০ খ্রি. পূর্বাব্দ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে যুধিষ্ঠির ৭২, ভীম ৭১, অর্জুন ৭০, নকুল সহদেব ৬৯। কৃষ্ণকে তাঁর সমবয়সী ভাবলে বা অন্য মতে এক বছর কনিষ্ঠ ভাবলে ৭০ বা ৬৯।

কালকূট এই সময়ে ততটা আস্থাশীল নন।

পুঁজিবাদী রাশিয়ায় রুবলের দাম কমানোর মতো এক খোঁচায় হাজার বছরের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেন। ১১ হাজার বছর হয়ে যায় ১১ বছর।

কালকূট লেখেন:

কৃষ্ণ যেমন আমার কাছে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহামানব, তেমনি শাম্ব-কেও আমি প্রাচীন কালের
একজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী, ত্যাগী, 'বিশ্বাসী' উজ্জ্বলতম ব্যক্তিরূপে দেখেছি

ভূমিকায় এটুকুই বলেই থামেন না কালকূট, রীতিমত মল্লযোদ্ধার মত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন উপন্যাসের ভিতর।

পুরাণে যাঁরা আস্থাহীন তাঁদের 'বাংরেজ' বলে ব্যঙ্গ করেন তিনি।

লেখেন:

''বুঝতে পারছি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল নামেই অনেক বাংরেজ বাবাজীর মাথায় লগুড়াঘাত লাগল।
অথবা কালকূটের মস্তিষ্কের সুস্থতা বিষয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে।'

(লক্ষণীয় 'উঠছে', 'উঠছেন' নয়)

নয় তো হাসি পাচ্ছে। পেতে পারে। তাতেও সারতে গেলে গেলে কপাল ব্যথার আশঙ্কা আছে,
নিবেদন করে রাখছি।''

যদিও একদা মার্কসবাদে দীক্ষিত কালকূট জানেন ইতিবৃত্তের অনেক ঘটনা স্থান লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়।

তবু তিনি দ্বারকা কোথায় তা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। জানিয়েছেন, দ্বারকা আছে বর্তমানে পশ্চিম সাগরের জলের তলায়। জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিমে দ্বারকায় চলে গিয়েছিলেন কৃষ্ণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কূটনীতিক হিসেবে কৃষ্ণ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিলেও তাঁর শেষ জীবন কেটেছিল কষ্টে।

কালকূট নিজেও তা জানেন।

''কৃষ্ণের দেহে যখন অস্তগামী আসন্ন ছায়াপাত ঘটেছে, তখন তিনি নারদকে একসময় বলেছিলেন
জ্ঞাতিদের অর্ধেক ঐশ্বর্য দান করে, তাঁদের কূটবাক্য শুনে তাঁদেরই দাসের ন্যায় রয়েছি।''

'পুরাণকার বলেছেন' জানিয়ে তাঁর-সিদ্ধান্ত:

সৃষ্টিসন্ধান

''কৃষ্ণের দেহাবসানের পরে অবশিষ্ট অধম যাদবগণ, রমণীগণ, বালকগণ এবং মূল্যবান অলংকারাদিসহ সম্পত্তাদি নিয়ে অর্জুন দ্বারকানগরী ত্যাগ করেছিলেন।''

যদিও মূল মহাভারত তার থেকে অনেক নির্মম সত্য উদ্ঘাটিত করে।

'পুরাণ যে ইতিহাস, তার যুক্তি ধন্দ কিঞ্চিৎ কাটানো দরকার। কাটান করবার আমি কেউ না, স্বয়ং পুরাণকাররাই তার কাটানদার। পুরাতনস্য কল্পস্য পুরাণানিক বিদুর্বুধাঃ। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ পুরাণকে প্রাচীনকালে বিবরণ জ্ঞানেই অবগত আছেন।' (শাম্ব -পৃ.৯)

কালকূট লেখেন:

'আমি নির্ভীক, ক্ষমতাবানদের ভয় করি না। রাজনৈতিক কারণে, কোনও নেতা, রাজা বা বংশের কাছ থেকে ঘুষ খাই না।'

এই সিদ্ধান্তের মূলে হয়তো আছে সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশের ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পণের প্রবল প্রবণতা।

একদা দক্ষিণপন্থী বামপন্থী হয়ে যান।

একদা অতি বামপনথী দক্ষিণপন্থী বনতে দ্বিধাবোধ করেন না।

১৯৭৮ তে-ও সেই সময়।

যখন জার্সি বদল হচ্ছিল

আর কালকূট হয়তো ভাবছিলেন, তাঁর একদা চেনাবৃত্তের মানুষজন এসে গেছে ক্ষমতায়, সেই নতুন ক্ষমতাবানরা কি তাঁকে কোনও ভাবে ভয় দেখাবে?

আর তাই সেই সময়ে ১৯৭৮-য় নির্মাণ 'শাম্ব'-র। যে শাম্ব পিতৃ অভিশাপে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হয়, কুষ্ঠ রোগ মুক্তির জন্য সূর্য সাধনা করে সাপমুক্ত হয়েও আর ফিরতে চাননি দ্বারকানগরীতে।

যে শাম্বের দিকে তাকিয়েই তাঁর সিদ্ধান্ত:

ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁকে একাকী সংগ্রাম করতে হয়।

তিনি লেখেন:

'যুগক্ষয়ের সমস্ত লক্ষণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অমঙ্গলের ছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ঘোর দুর্দিন আসন্ন। যে সব পশু পক্ষীরা দিনের আলোয় নিজেদের স্বর ও আকৃতি গোপন রাখত তার ব্যতিক্রম ঘটছে। লোকক্ষয় অনিবার্য। মানুষের, বিশেষত, সদ্‌বংশীয় রাজপুরুষদের চরিত্র নষ্ট হতে বসেছে। জ্ঞাতিগণ পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। এ-সবই ধ্বংসের লক্ষণ।''

এই ধ্বংসের সময়ের ইতিবৃ রচনা করেছেন কালকূট। 'শাম্ব'-র আড়ালে।

কৃষ্ণের যখন কালকূটীয় বয়স ৫২, তখন নারদ এসেছেন দ্বারকায়। এই সময়ই কৃষ্ণ উচ্চারণ করেছেন—দাসের ন্যায় বেঁচে থাকার কথা।

আর কালকূট সে সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে তাঁর মন্তব্য—

আমার বলতে ইচ্ছা করছে, জীবন এই রকম।
আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই তো বিশ্বে কত রথী মহারথীর অতি ভয়ঙ্কর আর বিপদজনক পরিণতি দেখলাম। তুলনা আমি কারও সঙ্গে করব না। কারণ, আমি, মনে করি, এই সব অতিমানুষ ব্যক্তিগণ সকলেই আপনিই আপনার একমাত্র তুলনা। একজনের চরিত্রের আলোকে আর একজনকে বিচার করা যায় না। (পৃ. ৩৫)।

আমাদের মনে পড়বে অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর তর্ক।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখনে নয়।

আসা যাক, 'শাম্ব' সমস্যায়

মূল 'মহাভারত'-এ শাম্ব'-র ভূমিকা অতি সামান্য।

'মহাভারতে'র 'মূঘলপর্বে' যদুবংশের ধ্বংসের জন্য যে অস্ত্র ব্যবহৃত হয় সেই মুষলের জন্মবৃত্তান্ত সূত্রে 'শাম্ব' কাহিনির অবতারণা।

ঋষিশাপে যদুবংশ ধ্বংস-প্রসঙ্গ

জনমেজয় কলিলেন, ব্রহ্মন্। বৃষ্নি, অন্ধক ও ভোজবংশীয় মহাবীরগণ তৎকালে কাহার সাপে কালকবলে নিপতিত হইলেন, তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করেন।

বৈশম্পায়ন কলিলেন, মহারাজ! একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও তপোবন নারদ দ্বারকানগরে গমন করেন। সারণ প্রভৃতি কতিপয় মহাবীর তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দৈবদুর্বিপাকবশতঃ শাম্বকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া তাঁহাদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ''হে মহর্ষিগণ। ইনি অমিতপরাক্রম বভ্রুর পত্নী। মহাত্মা বভ্রু পুত্রলাভে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব আপনারা বলু, ইনি কি প্রসব করিবেন?

সারণ প্রভৃতি বীরগণ এই কথা কহিলে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ আপনাদিগকে প্রতারিত বিবেচনা করিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ''দুর্ব্বৃত্তগণ! এই বাসুদেবতনয় শাম্ব বৃষ্নি ও অন্ধবংশবিনাশের নিমিত্ত ঘোরতর লৌহময় মুসল প্রসব করিবে। ঐ মুসলপ্রভাবে মহাত্মা বলদেব ও জনার্দ্দন ভিন্ন যদুবংশের আর সকলেই এককালে উৎসন্ন হইবে। মহাত্মা বলদেব যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইবেন এবং বাসুদেব ভূতলে শয়ন করিয়া জরানামক ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়া পরলোকে গমন করিবেন।''

মুনিগণ রোষারুণনেত্রে সারণাদিকে এই কথা কহিয়া হৃষীকেশের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। মহাত্মা মধুসূদন তাঁহাদিগের নিকট ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উহা অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া বৃষ্নিবংশীয়দিগকে কলিলেন যে, 'মুনিগন যাহা কহিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে।

সৃষ্টিসন্ধান

যদুবংশ' ধ্বংসে মুষল ববহৃত হলেও আসল কারণ তো তা নয়। অবাধ যৌনতা, ক্ষমতা প্রমত্ততা, ঈর্ষা অসূয়া - প্রধান কারণ।

আর বৈশম্পায়ণ জানাচ্ছে:

মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভের পর ঘট্‌বিংশ বৎসর সমুপস্থিত হইল, বৃষ্ণিবংশ মধ্যে কালপ্রভাবে ঘোরতর দুর্নীতি সমুপস্থি হইয়াছিল। তাঁহার সেই দুর্নীতিনিবন্ধন পরস্পর পরস্পরের বিনাশ সাধন করে।

প্রথম অধ্যায় (মৌসল পর্ব্ব। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত মহাভারত।। পৃ. ১১৬৭)

বৃষ্ণিবংশ কুলপতি কৃষ্ণ। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব। জাম্ববতী-র গর্ভে জন্ম তাঁর। 'সাম্বপুরাণম' -এ শাম্ব-র পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে:

(শাম্ব) শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববর্তী গর্ভসম্ভূত পুত্র। ইনি বলরামের কাছ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে শৌর্যবীর্যে তারই অনুরূপ হন। ইনি দুর্যোধন কন্যা লক্ষ্মনার স্বয়ম্বরে তাঁকে বলপূর্বক অপহরণ করলে দুর্যোধনের আদেশে কৌরব বীরগণ কর্তৃক পরাস্ত ও অবরুদ্ধ হন। ইহাতে বলরাম হস্তিনাপুর এসে হল দ্বারা হস্তিনাপুরের উৎপাটনে উদ্যত হলে ভীষ্ম প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ লক্ষ্মণাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণ করে তাঁর সন্তোষজনক বিধান করে। ঋষিগণের সাপে ইনি প্রভাসযজ্ঞে কুশলনাশক মুষল প্রসব করেন। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হলে দেবর্ষি নারদের উপদেশে সূর্যের উপাসনা করে আরোগ্য লাভ করেন।

কালকূটের 'শাম্ব' মহাভারতের নয় 'সাম্বপুরাণম' -এর অনুসরণ।।

কালকূট 'শাম্ব' বানান 'শ' দিয়ে লিখলেও সাম্বপুরাণম্-এ 'স' -ব্যবহৃত হয়েছে। 'স' ও 'শ' অতীতে সংস্কৃতে অভিন্ন ছিল।

প্রসঙ্গত শাম্ব অপহরণ করেছেন লক্ষ্মণাকে আর লক্ষ্মণার মা ভানুমতী (?) কে অপহরণ করে বিয়ে করেছিলেন দুর্যোধন।

শাম্ব অপহরণে ব্যর্থ হলেও তাঁর শ্বশুর হননি।

'কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদ রাজপুত্র নগরে তার কন্যা-র স্বয়ংবর সভা আয়োজন করেন। অনেক রাজা ও রাজপুত্র উপস্থিত হলেও চিত্রাঙ্গদ কন্যা সবার পরিচয় জেনে উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছিলেন। দুর্যোধনকে একই ভাবে উপেক্ষা করেন। এতে ক্ষিপ্ত দুর্যোধন বলপূর্বক কন্যাকে রথে তুলে নেন। এতে যুদ্ধ বাধে অন্য রাজাদের সঙ্গে। সবাইকে পরাজিত করে দুর্যোধন তাঁকে হস্তিনায় নিয়ে আসে। মূল মহাভারতে এর নাম পাওয়া যায় না। বেণীসংহার নাটকে 'ভানুমতী' নাম পাওয়া যায়।'

(সূত্র: মহাভাতের চরিতাবলী। সুখময় ভট্টাচার্য। পৃ. ৩৭৫)।

কালকূট তথা সমরেশ বসু 'শাম্ব' লিখতে গিয়ে মূল মহাভারত নয় অনুসরণ করেছেন 'সাম্বপুরাণম'।

কিন্তু 'শাম্ব' নিছক তত্ত্বকথা হয়ে উঠেনি।

এ এক অন্য রকম উপন্যাস। যদিও কেউ কেউ ভ্রমণ কাহিনি বলতে চেয়েছেন। অন্যরকম ভ্রমণকাহিনি। 'আনন্দ' প্রকাশিত বইয়ের পরিচয় জ্ঞানপত্রে বলা হয়েছে:

কালকূটের এই নতুন ভ্রমণ কাহিনির স্বাদ যেমন অভিনব, যাত্রাপথ তেমনই গহন।

কালকূট-কে অনুসরণ করেই জানান হয়েছে:

এ যাত্রা কাঁধে ঝোলা চাপিয়ে বেলাবেলি করে রেলগাড়ীতে যাওযা নয়। এ যাতায়াতেও বাঁশি বাজে, নিশান ওড়ে।"

কিন্তু যে বাঁশি ডাকে কালকূটের যাত্রা' 'পুরাণের পথে', দ্বারকানগরীতে।

দ্বারকানগরী বিবরণ দিয়েছেন কালকূট, করেছেন শাম্ব-র রূপবর্ণনা। সকল নারীর প্রার্থিত পুরুষ সে। রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী ছাড়া বাকি কৃষ্ণ পত্নীরাও কামনা করে শাম্বকে

রাজা নরককে হত্যা করে তাঁর আশ্রিতা ষোল হাজার নারীকে উদ্ধার করাতেই কৃষ্ণের অভিশাপ প্রদান

অভিশাপ প্রদান ষোল হাজার রমণীকেও।

'তোমরা আমার রক্ষিত হয়েও অতি নিকৃষ্ট আচরণ করেছ, অতি প্রমত্ত হয়ে তোমরা যেমন পণ্যাঙ্গনাদের ন্যায় ব্যবহার করেছো, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা তস্করদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত হবে।"

তবে কৃষ্ণও জানতেন না, নরকের আশ্রয় থেকে যাঁরা তাঁর শরণ নিয়েছিলেন, একদিন তাঁরা ওই তস্করদের শরণ নেবে।

মূল মহাভারতে আছে : যদুবংশ ধ্বংসের পর অর্জুন খবর পেয়ে দ্বারকানগরীতে উপস্থিত হলেও দস্যুদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন।

এবং কী ঘটল তারপর?

মহাভারতের সাক্ষ্য:

অনন্তর দস্যুগণ সৈন্যগণের সামনেই অবলাদিগকে অপহরণ করিতে লাগিলে এবং কোন কোন কামিনী ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত গমন করিতে আরম্ভ করিল। (সূত্র :- মহাভারত।। মৌল পর্ব।। পৃ. ১১৩) কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত

কৃষ্ণ এখবর আগে জানলে বোধহয় শাম্বকে অভিশাপ দিতেন না।

কালকূট এসব সংবাদ লোকেদের জানান না। কিন্তু রমণীকে ঘিরে পুরুষের অসূয়া তাঁর অজানা নয়। নোবেল পুরুস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'ফায়ার' বা 'ব্যোমকেশ বক্সী' সিরিজের 'আদিম রিপূ'-ই হোক সর্বত্র-ই একই সংবাদ।

শাম্ব-কে দেখে তাদের যৌবন প্রস্ফুটিতে দেহ দেখাতে অতি উৎসাহী হওয়াতে কৃষ্ণের মনে জেগেছে অসূয়া

কালকূট লিখছেন,

'মহর্ষি মনে মনে হাসলেন আর মনে মনেই উচ্চারণ করছিলেন, অসূয়া অসূয়া। হে বাসুদেব, আপনার জ্ঞানই আপনাকে সর্বজ্ঞ করেছে। জ্ঞানী হয়েও রমণীর চরিত্র ও মন আপনি এই বয়সে আর একবার অনুধাবন করলেন। রমণীগণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠলে কী দুঃসহ ঈর্ষায় অন্তর বিদীর্ণ হয়। হে পুরুষোত্তম, আপনিও তখন আপন প্রিয় পুত্রকে নির্মম অভিশাপ না দিয়ে পারেন না।'

সৃষ্টিসন্ধান

অভিশপ্ত শাম্ব আপনার শরীরে কুষ্ঠের লক্ষণ দেখেছেন, তার আগে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। ক্ষমা মেলেনি। আর কুষ্ঠের লক্ষণ দেখে কেবল স্ত্রী লক্ষ্মণার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। অতিপ্রাথিনী হয়ে লক্ষ্মণা তাঁকে প্রার্থনা করেছেন। শেষবারের মতো সঙ্গম শাম্ব-র

এরপর শাম্ব-র শরীরে কুষ্ঠ রোগ অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। দ্বারকানগরী বাইরে একবছর কাটিয়ে পিতার কাছে ফিরেছেন নারদের সন্ধান জানার জন্য। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। মা-স্ত্রী-কারও সঙ্গে না। তার কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত শরীর দেখে কেউ চিনতে পারেনি। চিনুক চাননি শাম্বও।

নারদের পরামর্শে যাত্রা করেছেন মিত্রবড়ে সূর্যদেবের আরাধনায়। পথে আক্রান্ত হয়েছেন। সর্বত্র খাদ্য মেলেনি। কুকুরও বালকদের ঢিল খেয়েছেন। বীর শাম্ব এখন নিরস্ত্র।

নদী, সমুদ্র, ধীবর এলাকা পেরিয়ে হাজির হয়েছেন চন্দ্রভাগা নদীতীরে।

সেখানে অজস্র কুষ্ঠরোগীর ভিড়। এ যেন মার্কেজের উপন্যাস। ব্যাধিগ্রস্তরা একদা ব্যাধিহীনতার বিশ্বাস নিয়ে এলেও আজ বিশ্বাসহীন। ব্যাভিচারে লিপ্ত। নীলাক্ষি, একদা অসামান্য সুন্দরী। প্রতিরাতে পুরুষ সঙ্গম ছাড়া রাত্রিযাপন করতে পারেন না। শাম্ব প্রত্যাখ্যান করেন তাঁকে।

এক ঋষি থাকেন মিত্র বনে। সূর্যাতাপস। কিন্তু তাঁর কথা শোনে না ব্যাধিগ্রস্তরা। কেউ ব্রহ্মচর্যে বিশ্বাসী হতে চায় না। সন্তানের জন্ম দেয় তারা। ব্যাধির বীজাণু নিয়ে জন্মায় শিশুরা।

এদের মধ্যে ব্যাধিমুক্তির বিশ্বাস জন্মান শাম্ব। প্রত্যাখ্যাতা নীলাক্ষি সহায় হয় তাঁর। এদের নিয়ে শাম্ব-র যাত্রা শুরু। শেষে বেঁচে ফেরেন ১৪ জন। শাপমুক্তি ঘটে শাম্ব-র দ্বারকায় ফেরেন। অর্থ নিয়ে নির্মাণ করেন নতুন নগরী। ১৬০৯ জন ব্রাহ্মণ নিয়ে আসেন শাকদ্বীপ থেকে। বিশ্বকর্মা বংশধরদের নিয়ে নির্মাণ করেন সূর্যমূর্তি।

আর শাম্ব যার প্রধান কাজ বিশ্বাসী হওয়া ও বিশ্বাস জাগানো, দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তার প্রভাবে বদলে যায় নীলাক্ষি।

সে বলে:

> শক্তির কথা বোলো না, তুমিই আমার শক্তি।

শাম্ব বনের নাম দেন 'মৈত্রেয়বন'।

আর উচ্চারিত হয় এক অমোঘ বাক্য শাম্ব মুখে–

> মৈত্রেয় কখনও মৈত্রেয়কে মিথ্যা বা দ্বিধাসূচক কথা বলে না–

শাম্ব কাঁদেননি সেভাবে অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার পরও।

যদিও তাঁর চোখের কোণে চিকচিক করে জল। যখন মাঝি বিনে পয়সায় অর্থহীন শাম্বকে নদী পার করিয়ে পথ নির্দেশ করে।

কিন্তু তিনি কাঁদেন। আনন্দে

যখন যাঁর চক্রান্তে তাঁর এই অভিশপ্ত, জীবন, সেই নারদ সূর্যকে সম্বোধন করেন শাম্বদিত্য নামে

কালকূট লেখেন:

> 'শাম্ব তাঁর অভিশাপের দিনেও অশ্রুমোচন করেননি। আজ এই মুহূর্তে তাঁর পক্ষে অশ্রুপাত রোধ করা কঠিন বোধ হল।
> তিনি দেখলেন মহর্ষির দুই চোখও অশ্রুপূর্ণ, মুখে অনির্বচনীয় হাসি।'

শাম্ব ও নারদের চোখ শুধু নয়; পাঠকের চোখে জল আসে। আমারও।

'শাম্ব' উপন্যাসে ভাষা নিয়ে কিছু কথা না বললেই নয়। কালকূট, সমরেশ বসু উপন্যাস উপযোগী ভাষা নির্মাণে আশ্চর্য দক্ষ। 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'কোথায় পাবো তারে', 'ধ্যান জ্ঞান প্রেম', 'গঙ্গা', 'টানাপোড়েন' সর্বত্রই বিষয় উপযোগী ভাষা।

'শাম্ব' -ও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব শব্দের নিপুণ ব্যবহার উপন্যাসকে অন্যমাত্রা দেয়।

> ''মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে কথাটা আজ অন্য একটা কথার খেই ধরিয়ে দিল। ধরিয়ে দেওয়া কথাটা অবিশ্যি
> বিপরীত। না -তে আছে হ্যাঁ। ভ্রমিতে চাই আমি সুন্দর ভুবনে।...
>
> মন চলো যাই ভ্রমণে। কিন্তু ভুবনে।"

'ভ্রমিতে চাহি আমি সুন্দর ভুবনে' কথাটা বহুবার এসেছে, ধুয়োর মতো। পাঠকও তো ভ্রমণের স্বাদ পান।

'শাম্ব' পড়ে। শাম্ব হয়ে।

আমরা সবাই তো কোনও না কোন অর্থে শাম্ব। একাকী সংগ্রামী বিশ্বাসী। আর 'প্রাণে বায়ু চলাচলির নামই ভ্রমণ'।

'শাম্ব' হৃদয় ও মস্তিষ্কে এক অন্যতর বায়ু সঞ্চালিত করে। যে বায়ু কেবল রাজনৈতিক ধান্দাপন্থী নয়, জীবনে বিশ্বাসী। সে বিশ্বাসের প্রতীক–শাম্ব

ঋণস্বীকার:

১। শাম্ব - কালকূট।

২। মহাভারত - কালীপ্রসন্ন সিংহ অনুদিত।

৩। শ্রীসাম্বপূরাণম - বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অনুদিত।

৪। মহাভারতের কথা - বুদ্ধদেব বসু।

৫। মহাভারতের চরিতাবলী - সুখময় ভট্টাচার্য।

সৃষ্টিসন্ধান